সংবাদ

তারিখ ... 15 DEC 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ৩ ...

স্কুল কমিটি গঠন নয়

সংগঠনের ভেতরের অপরাধীদের আইনের আওতায় আনুন

ছাত্রলীগের স্কুল কমিটির দরকার নেই বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। তিনি বলেছেন, এমনিতেই ছেলেমেয়েদের পিঠে বই-পুস্তকের বোঝা, তার ওপর রাজনীতির বোঝা চাপানোর দরকার নেই। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ছাত্র রাজনীতি থাকতে পারে। এসব জায়গায় ছাত্রলীগের কমিটি আরও পরিশীলিত করতে হবে। সেখানে যেন কোন বিশৃঙ্খলা না হয়, সে বিষয়ে ছাত্রলীগকে সতর্ক থাকতে হবে। মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে বাংলা একাডেমির আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ মিলনায়তনে ছাত্রলীগ আয়োজিত এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে ওবায়দুল কাদের এসব কথা বলেন। গত ২২ নভেম্বর ছাত্রলীগ সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে সারাদেশে স্কুল পর্যায়ে কমিটি করার নির্দেশনা দেয়া হয়।

সাম্প্রতিক সময়ে পাঠ্যবইয়ে ভুলভ্রান্তি ও সাম্প্রদায়িকতা ঢোকানো, কোচিং বাণিজ্য, প্রশ্নপত্র ফাঁসসহ নানা কারণে এমনিতেই স্কুল পর্যায়ে শিক্ষা ব্যবস্থার হাল অত্যন্ত নাজুক। এরপরও কোমলমতি শিশুদের হঠাৎ করে কেন বা কি কারণে স্কুল কমিটি গঠনের মাধ্যমে রাজনীতি শেখানোর প্রয়োজন পড়ল সেটা আমাদের কাছে একটা বড় প্রশ্ন। দেরিতে হলেও আওয়ামী লীগের নীতিনির্ধারকরা এ বিষয়ে যে নিজেদের অবস্থান পরিবর্তন করছেন সেটা জেনে আমরা আশ্বস্ত হলাম। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদকের বক্তব্যের পর এ ধরনের উদ্ভট ও হঠকারী পদক্ষেপ থেকে ছাত্রলীগ আপাতত বিরত থাকবে– এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

আমরা ছাত্র রাজনীতির বিরোধী নই। ছাত্র রাজনীতি অবশ্যই প্রগতির নিয়ামক। এটাও স্বীকার্য যে, ছাত্র রাজনীতিই দেশের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক নেতৃত্ব তৈরি করেছে। দেশের প্রতিটি আন্দোলন-সংগ্রাম এবং গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের লড়াইয়ে ছাত্র রাজনীতির গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা রয়েছে। তবে প্রশ্ন হলো, তার জন্য স্কুলে কেন ছাত্র রাজনীতি ঢোকাতে হবে? কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের সকল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড যেখানে অঘোষিতভাবে বন্ধ রয়েছে, ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র সংগঠন ছাড়া অন্য কারও যেখানে কোন ধরনের অবস্থানের সুযোগ নেই, যেখানে বিগত প্রায় তিন দশক ধরে দেশের কোন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র সংসদ নির্বাচন হচ্ছে না; সেখানে শিশু পর্যায়ে স্কুল কমিটি করা নিয়ে ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগের এত ঔৎসুক্য কেন?

সাম্প্রতিক সময়ে ছাত্রলীগ পরিচয়ধারীদের চাঁদাবাজি-টেন্ডারবাজি, আধিপত্য বিস্তার, ধর্ষণ, নারী নির্যাতন, অপহরণ, ভর্তিবাণিজ্য কিংবা দলীয় কোন্দল নিয়ে মারামারি-খুনখারাবিতে প্রতিনিয়ত বিপর্যস্ত হচ্ছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। তাদের ভয়ে অন্যান্য ছাত্রসংগঠনের নেতাকর্মীরা তো বটেই, সাধারণ শিক্ষার্থীরাও নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। এ অবস্থায় ছাত্রলীগের ভেতরে যখন শুদ্ধি অভিযান চালানো দরকার তখন তা না করে তারাই আবার স্কুলে শিশুদের মধ্যে তাদের দুষ্কর্মের পরম্পরা ছড়িয়ে দিতে চাচ্ছেন। এ ধরনের উদ্যোগ শিক্ষা, সমাজ ও রাজনীতির জন্য আত্মঘাতী হবে সুনিশ্চিত। আমরা মনে করি, এ ধরনের পদক্ষেপ সমাজকে অধঃপতনের শেষ ধাপেই নিয়ে যাবে।

আমরা আশা করব, স্কুল কমিটির নাম করে স্কুলের কোমলমতি শিশুদের 'দলবাজি' শেখানো হবে না। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদকের বিরোধিতার পর এবার অন্তত ছাত্রলীগ সেই আত্মঘাতী পথ থেকে সরে আসবে। ছাত্রলীগকে বরং সংগঠনের ভেতরে শুদ্ধি অভিযান চালানো উচিত। ছাত্র সংগঠনকে নিজেদের আখের গোছানোর মেশিন বানানো যাবে না। অপরাধ করার পর সংগঠন থেকে বহিষ্কার না করে অপরাধপ্রবণ কর্মীদের শনাক্ত করে সংগঠন থেকে বিতাড়িত করতে হবে। ছাত্রলীগের যেসব নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে অপকর্মের অভিযোগ আছে সেগুলোর তদন্ত এবং বিচারের জন্য আইনের হাতে তুলে দিতে হবে। পরিচয় যাই হোক- অপরাধীদের অপরাধী হিসেবেই চিহ্নিত করে বিচার করতে হবে।